# আনারস চাষ ৫ একরে লাভ ১ লাখ

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই দেশে ফিরে এসেছিলেন নাজিমুদ্দিন। দীর্ঘদিন বউ-বাচ্চা ফেলে সৌদি আরবে থাকতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন এই শ্রম দেশে গিয়েই করা ভালো। নাজিমুদ্দিনের বাড়ি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার এলাকায়। বাড়ির পাশের নাজিমুদ্দিনের কিছু জায়গা রয়েছে। জায়গাগুলো উঁচু টিলার মতো। অযত্নে পড়ে থাকা এই টিলাগুলো ছিল আগাছায় পূর্ণ। নাজিমুদ্দিন আধা হেক্টর জমিতে আগাছা পরিষ্কার করলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অফিস থেকে আনারসের চারা সংগ্রহ করলেন। পরীক্ষামূলকভাবেই নাজিমুদ্দিন শুরু করলেন আনারসের চাষ। প্রথম দিকে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। আদৌ এ পরিশ্রম সফল হয় কিনা। কিন্তু আজ তার আর সেই ভয় নেই। কারণ আধা হেক্টর জায়গায় নাজিমুদ্দিন প্রায় ২০ হাজার আনারসের চারা লাগিয়েছেন। যেভাবে ফলন এসেছে তাতে তিনি সর্বনিম্ন ১৮ হাজার আনারস আশা করছেন। প্রতিটি আনারস যদি ৫ টাকায়ও বিক্রি করেন তবে তিনি আয় করতে পারবেন ৯০ হাজার টাকা।

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছিলাম জানুয়ারি মাসে। সেখানে দেখেছিলাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিকভাবে কমলা উৎপাদনের চিত্র। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিচয় হয় জান্নাত মাহবুবার সঙ্গে। তিনি সিলেটের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে কর্মরত। কিছুদিন আগে হঠাৎ তিনি ফোন করেন। আমন্ত্রণ জানান, বিয়ানীবাজার গোয়াইনঘাটের আনারস বাগানগুলো ঘুরে যাবার জন্য। আনারস বাগানে বেড়ানোর সুযোগটি হাতছাড়া করলাম না।

### সরেজমিনে বিয়ানীবাজার

বিয়ানীবাজার পৌঁছাতে বেলা ১১টা বেজে গেল। আব্দুল আহাদের বাগানবাড়িতে চলছে আনারস চাষের ওপর আলোচনা। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী রুহুল হাতে-কলমে আনারস চাষ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আলোচনা সভায় যারা আছেন বেশভূষায় তারা গ্রামের কৃষকের মতোই। পরিচয় নিয়ে জানা গেলো, তারা নিজেরাই জমির মালিক। নিজেই নিজের জমি চাষ করেন। প্রত্যেকের আবদার, আমরা যেন তার বাগান দেখে আসি। বেরিয়ে পড়লাম বাগান ঘুরতে।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী রুহুল ছাড়াও আমাদের সঙ্গী হলেন ফেনগ্রামের কৃষক নাজিমুদ্দিন। বললেন, তার জমি রয়েছে অনেক কিন্তু আধা হেক্টর জমিতে তিনি এ বছর পরীক্ষামূলক বাগান করেছেন। যে পরিমাণ আনারস হয়েছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট। আগামী বছর এরচেয়ে আরো কয়েক গুণ বেশি জমিতে আনারস চাষ করবেন।

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম নাজিমুদ্দিনের বাগানে। টিলার ওপর নাজিমুদ্দিনের বাড়ি। আশপাশের আরো কিছু টিলাও তার। কিন্তু এর কয়েকটিই ঝোপঝাড়ে পূর্ণ। নাজিমুদ্দিন নিয়ে গেলেন তার আনারস বাগানে। দুটি টিলার ঢালু গায়ে নাজিমুদ্দিন আনারস বাগান তৈরি করেছেন। নাজিমুদ্দিন

২০০০কে বলেন, 'কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমাদের সার, বীজ এবং কিভাবে আনারস চাষ করা যায় তার পরিকল্পনা দিয়ে সহায়তা করছে।' সুন্দর পরিকল্পিত আনারস বাগানটি খুব সহজেই আমাদের নজর কাড়লো। নাজিমুদ্দিনের বাগানের সব আনারস জায়েন্ট কিউ প্রজাতির।

**জলঢুপি আনারসের সন্ধানে**

'এই এলাকাটিতে এক সময় বিখ্যাত জলঢুপি আনারস উৎপন্ন হতো। দিল্লির সম্রাটকে সিলেট থেকে উপহার হিসেবে জলঢুপি আনারস পাঠানো হতো। এই বিখ্যাত আনারসের জন্য এই এলাকাটির নাম হয়েছে জলঢুপ।' সঙ্গীদের এ ধরনের চমকপ্রদ গল্প শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম জলঢুপ এলাকায়। কিন্তু আশপাশের যেসব আনারসের বাগান দেখতে পেলাম তার অধিকাংশে হানিকুইন ও জায়েন্ট কিউ প্রজাতির আনারসের আবাদ করা হয়েছে। সঙ্গী জানালেন, হানিকুইন হলো জলঢুপ আনারসের উন্নত জাত। তবে জলঢুপ আরো বেশি সুস্বাদু ও মিষ্টি। আকৃতিতে ছোট হবার জন্য কৃষকরা এই জাতটি চাষে অনাগ্রহী। আর সে কারণেই এই জাতটি আজ বিলুপ্তির পথে। তবে কি জলঢুপি আনারসের বাগান দেখতো পাবো না? এই আশঙ্কায় যখন ভুগছি তখন রুহুল জানালেন, এখনও একটি জলঢুপি আনারসের বাগান কোনো মতে টিকে আছে। ছুটলাম পাড়িয়া বহরে অবস্থিত হাজী আবদুল ওয়াহিদের জলঢুপি বাগানের উদ্দেশে।

বিশাল জায়গা জুড়ে আবদুল ওয়াহিদ ফলের বাগান করেছেন। আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কমলার বাগান রয়েছে আবদুল ওয়াহিদের এই সমন্বিত বাগানে। বেশ কিছু টিলা পেরিয়ে আবদুল ওয়াহিদ নিয়ে গেলেন জলঢুপি আনারসের বাগানে। বাগানে পৌঁছানোর আগেই জলঢুপি গুণাগুণ টের পেয়ে গেলাম। চারদিক আনারসের মধুর ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে। আবদুল ওয়াহিদ ২০০০কে বললেন, 'জলঢুপি আনারস সর্বোচ্চ আধা কেজি

ওজনের হয়। শক্ত গড়নের এই জাতটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, দেশের যেকোনো এলাকার আনারসের চাইতে এ জাতের আনারসটির গন্ধ ও মিষ্টি বেশি হয়। এত গুণাগুণ থাকার পরও কেন এই জাতটির চাষ কম হচ্ছে? প্রশ্ন করা হলে আবদুল ওয়াহিদ ২০০০কে বলেন, 'একটি জায়েন্ট কিউ আনারসের ওজন সর্বনিম্ন ১ কেজি সেখানে জলঢুপি সর্বনিম্ন আধা কেজি ওজনের হয়। কম পাওয়া যায় বলেই বাজারে এর দাম বেশি। বেশি দাম কিন্তু ওজনে কম হওয়ায় ক্রেতা সেটা কিনতে চায় না। ফলে চাষীরাও দিন দিন এই জাতটি চাষ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আবদুল ওয়াহিদের বাগানে দেখা যায়, সেখানের একটি মাত্র জলঢুপির বাগান অযত্নে-অবহেলায় পড়ে আছে। চারদিকে আগাছায় ভরা। তাছাড়া মিষ্টি আর সুঘ্রাণ হওয়ায় ইদুর কাঠবিড়ালি, শিয়াল এই বাগানের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবদুল ওয়াহিদ জানালেন, 'তিনি হানিকুইন ও জায়েন্ট কিউ প্রজাতির আনারস বেশি চাষ করেন। বাপ-দাদার স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই তিনি এখনও জলঢুপির এই বাগানটি টিকিয়ে রেখেছেন।'

**৫ একরে লাভ ১ লাখ টাকা**

আবদুল ওয়াহিদের জলঢুপ বাগান থেকে চলে এলাম জলঢুপ পাটুলি গ্রামে। এই গ্রামের হাজী নূরুল ইসলাম প্রায় ১৫০ শতক জমিতে আনারসের বাগান করেছেন। নূরুল ইসলাম বাড়ি ছিলেন না। তার ছেলে আনোয়ার হোসেন বাগানে নিয়ে গেলেন।

বাগানে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ করছে। কিশোরগঞ্জের মালেক মিয়ার সঙ্গে কথা হলে তিনি ২০০০কে জানান, 'এই বাগানে কাজ করে তিনি প্রতিদিন ১০০ টাকা মজুরি পান। পরিবার নিয়ে তিনি মালিকের জমিতে ঘর বেঁধে থাকেন। তার মতো আরো ৫ জন শ্রমিক এখানে কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। তবে সবাইকে সারা বছর কাজ করতে হয় না। বছরে ২/৩ বার কিছুদিনের জন্য অতিরিক্ত ৫ জনকে নিয়ে কাজ করতে হয়। নূরুল ইসলামের ছেলে আনোয়ার হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, '১৫০ শতক বা ৫ একর জমির জন্য কমলা ও আনারস প্রকল্প থেকে ২ বছর আগে ২৭ হাজার চারা পেয়েছেন। চারা ছাড়াও সারও দেয়া হয়েছে প্রকল্প থেকে।' আনোয়ার হোসেন আরো জানান, বীজ লাগানোর ২ বছর পর ফল আসে। তখন ফলের পাশ দিয়ে ২/৩টি বীজ গাছ বের হয়। সেসব বীজ গাছ লাগালে তা থেকে ১ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়।'

নূরুল ইসলামের এই জমিতে আগে আদা, হলুদ লাগানো হতো। কিন্তু গত বছর থেকে এখানে আনারসের চাষ শুরু হয়েছে। আনোয়ার হোসেন জানান, প্রতিটি জয়েন্ট কিউ আনারসের ওজন কমপক্ষে ১ কেজি হয়। সে অনুযায়ী ২০ হাজার আনারসের ওজন দাঁড়াবে ২০ হাজার কেজি বা ২০ টন। ৮ টাকা করে প্রতিটির পাইকারি দাম ধরা হলে আয় হবে ১৬,০০০০ টাকা।

বীজ, সার ফ্রি পাওয়ায়, সারা বছর এই জমিতে শ্রমিক মজুরি হিসেবে খরচ হবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা। অর্থাৎ নিট লাভ আসবে ১ লাখ টাকা।

আবার ফিরে এলাম আবদুল আহাদের বাগানবাড়িতে। আবদুল আহাদ তার আনারস বাগানে কাজ করছিলেন। জলঢুপ আনারস সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'সিলেট অঞ্চলের এই টিলাগুলো লেবু আর আনারস জাতীয় ফল ছাড়া অন্য ফসলের জন্য উপযোগী নয়। তাছাড়া গত ২০০/২৫০ বছর যাবৎ কোনো পরিচর্চা করা হয়নি। এতে মাটির উর্বরতা কমে গেছে। অন্যদিকে মানুষ বড় আকৃতির আনারসের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে জলঢুপির চাষ কমে গেছে।'

## গাইড লাইন

আপনি যদি সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ অথবা হবিগঞ্জ জেলার অধিবাসী হন তবে আপনিও লাভজনক আনারসের চাষ করতে পারেন। আর আপনার যদি টিলা জাতীয় কিছু জমি থাকে তবে তা হবে আনারস চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আপনার এ ধরনের জমিতে আনারস চাষের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, কারণ এ ধরনের জমিতে আনারস বা লেবু জাতীয় ফসল চাষ করাই সবচেয়ে বেশি লাভজনক। লক্ষ্য করে দেখুন, আপনার বাড়ির পাশের এ ধরনের জমি কিন্তু খালি পড়ে আছে যা এখন আগাছায় পূর্ণ। এ ধরনের জমির মালিক হলে বিয়ানীবাজারের উত্তর পাড়িয়া বহর গ্রামের বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের আনারস বাগানটি আপনার জন্য মডেল হতে পারে।

বিষ্ণুপদ এ বছর ১০ একর জমিতে আনারসের চাষ করেছেন। গাছ লাগিয়েছেন ৫০ হাজার। তার আনারসগুলো হলো জায়েন্ট কিউ প্রজাতির। বড় আকৃতির এই আনারসগুলোর বাজারে খুচরা মূল্য রয়েছে ১২ থেকে ১৫ টাকা। বিষ্ণুপদ ভাবছেন তার বাগান থেকে ৪৫ হাজার আনারস পাওয়া যাবে। প্রতিটি আনারস তিনি যদি ৫ টাকা দরে বিক্রি করেন তবে বিক্রি মূল্য দাঁড়ায় ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

এবার খরচের বিষয়ে আসা যাক। কমলা ও আনারস প্রকল্প থেকে বিষ্ণুপদ বিনামূল্যে চারা ও সার সরবরাহ পেয়ে থাকেন। শুধু তার খরচ লেবারের পারিশ্রমিক। বিষ্ণুপদ মনে করেন, সারা বছর তার লেবার খরচ সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রতি বছর তিনি লাভ করবেন ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। তাছাড়া একবার আনারসের গাছ লাগালে আর চারা কিনতে হয় না। এক গাছ কয়েকবার ফল দেয়। ফল হবার সময় আরো কিছু চারা বের হয়, যা মাটিতে লাগালে সেগুলো থেকেও ফল হয়। সুতরাং বিষ্ণুপদ আগামীতে তার বাগানের পরিধি বাড়াতে চাইলে বাইরে থেকে তাকে আর চারা কিনতে হবে না।

বাংলাদেশের কোন অঞ্চলগুলোর মাটি কমলা ও আনারস চাষে উপযোগী তা খুঁজে বের করতে কৃষি মন্ত্রণালয় মার্চ মাসে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্স দেশের বিভিন্ন এলাকার মাটি পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে জানা যায়, টাস্কফোর্স বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহের মধুপুর, গারো পাহাড়, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লার লালমাই, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাসহ বেশ কিছু এলাকা চিহ্নিত করেছে সে সব এলাকাগুলোতে কমলা ও আনারস চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণেরও চিন্তাভাবনা চলছে। দেশের এই চিহ্নিত জায়গাগুলোতে শিগগিরই সুষ্ঠুভাবে আনারস চাষ শুরু করা প্রয়োজন। এতে বাংলাদেশ একদিন আনারসের বিশ্ববাজারে এক বড় প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াবে। তবে সে জন্য শুধু উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সুযোগ সুবিধারও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আনুষঙ্গিক কাজ করতে প্রায় ২ বছর চলে যায়। তাই বলতে গেলে গত আড়াই বছর ধরে মাঠপর্যায়ে এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে'

**মাখন লাল দাস**
*প্রকল্প পরিচালক*
*সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন অঙ্গ*

**বাংলাদেশে আনারস চাষ**

বাংলাদেশের নরসিংদী, টাঙ্গাইলের মধুপুর, বৃহত্তর সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে আনারসের চাষ হচ্ছে। তবে সিলেট ছাড়া দেশের অন্যান্য এলাকায় এই চাষ হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে। সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ- এই ৪টি জেলায় ২ বছর আগে 'বৃহত্তর সিলেট জেলায় কমলা ও আনারস উন্নয়নসহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সিলেটের বিয়ানীবাজার, গোয়াইনঘাট, মৌলভীবাজারের বড়লেখা, কুলাউড়া, হবিগঞ্জের বাহুবল, চুনারুঘাট, সুনামগঞ্জ সদর ও ছাতক থানা এলাকা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন, চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, চারা ও সার বিতরণই হচ্ছে এই প্রকল্পের মূল কাজ। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক মঞ্জুর-ই-মোহাম্মদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ১ হেক্টর জমিতে ২৮ থেকে ৩০ হাজার গাছ লাগানোর পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এতে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ গাছে ফল পাওয়া যাবে যা অত্যন্ত লাভজনক। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের মূল টার্গেট হলো পাহাড়ি টিলা এলাকাগুলো। তবে উঁচু সমতল ভূমিতেও আনারসের আবাদ করা সম্ভব।

প্রকল্প পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন অঙ্গের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মাখন লাল দাস সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, '১৯৯৫-৯৭ পর্যন্ত এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয় বিয়ানীবাজারে। কমলা ও জলঢুপি আনারস বিলুপ্তি রোধে এই প্রকল্প কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০০ সালে কমলা ও আনারসসহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পটি বৃহত্তর সিলেটে চালু করা হয়। কিন্তু আনুষঙ্গিক কাজ করতে প্রায় ২ বছর চলে যায়। তাই বলতে গেলে গত আড়াই বছর ধরে মাঠপর্যায়ে এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'সিলেটের পাশে ভারতের যে অংশ রয়েছে যেখানে কমলা আনারসের চাষ হচ্ছে। আমরা চাষ পদ্ধতিতে মূলত ওদের অনুসরণ করছি।'

আনারস চাষ করতে হয় টিলার গায়ে যেখানে পানি দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু বৃহত্তর সিলেটের প্রচুর টিলা অবৈধভাবে কাটা হয়েছে। সেসব জমিগুলোতে কি আনারস চাষ করা সম্ভব, জানতে চাইলে সিলেট কমলা ও আনারস উন্নয়ন অঙ্গের সহকারী উদ্যান উন্নয়ন কর্মকর্তা জান্নাত মাহবুবা খাতুন সাপ্তাহিক ২০০০'কে বলেন, 'একেবারে খাঁড়া টিলাতে আনারস চাষ করা সম্ভব হয় না। আনারসের চাষ করতে গেলে টিলাগুলোকে সামান্য কেটে চাষের উপযোগী করে নিতে হয়। তাছাড়া বৃহত্তর সিলেট এলাকায় যেসব সমতল ভূমিতে পানি আটকে থাকে না সেখানে আনারসের চাষ করা যাবে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থানা এলাকা ছাড়াও অন্য এলাকার কেউ আনারস চাষে আগ্রহী হলে প্রকল্প থেকে তাদের কারিগরি সহায়তা দেয়া হবে।'

**বিশ্ববাজার ও বাংলাদেশের আনারস**

'ফাউ' (FAO) স্ট্যাট অনলাইন ডাটাবেজের এক হিসাবে জানা যায়, ২০০০ সালে পৃথিবীতে ১০ লাখ ৪৫ হাজার ৭২৫ মেট্রিক টন আনারস রপ্তানি হয়েছে। এর বাজার মূল্য ছিল ৪১ কোটি ৪৫ লাখ ২৪ হাজার ডলার। প্রতি বছর বিশ্ববাজারে আনারসের চাহিদা বাড়ছে ৩% হারে আর দাম বাড়ছে ৫% হারে। তাজা এবং প্রক্রিয়াজাত দুই ধরনের আনারসের রয়েছে আজ বিশ্বব্যাপী চাহিদা। আনারস রপ্তানির ক্ষেত্রে কোস্টারিকা, আইভরি কোস্ট এবং ফিলিপাইন প্রথম তিনটি স্থান দখল করে রয়েছে। আর আমদানিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে আমেরিকা (৩০.৭৯%)। এরপর রয়েছে ফ্রান্স (১৪.৩১%), জাপান (৯.৬৭%), বেলজিয়াম (৭.৪৯%)। জানা যায়, রপ্তানিকারকদের ট্যারিফ সুবিধা বৃদ্ধি করায় ফিলিপাইন প্রতি বছর আনারস রপ্তানিতে বিশ্ববাজার দখল করে নিচ্ছে। আর এই সুবিধার জন্য ফিলিপাইন প্রতিবছর বোতলজাত আনারস থেকে অতিরিক্ত প্রায় ৭ লাখ ডলার রপ্তানি শুল্ক লাভ করছে। ভারত, থাইল্যান্ডও আজ আনারসের বিশ্ববাজারে বড় সরবরাহকারী। এশিয়ার এই দেশগুলোর 'হানি কুইন' প্রজাতিটির পৃথিবীব্যাপী চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশেও একই প্রজাতির আনারস ব্যাপক হারে উৎপাদন হলেও আনারসের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবদান একেবারেই নগণ্য। এক হিসাবে জানা যায়, আনারসের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ১%।

বাংলাদেশ থেকে যতটুকু আনারস বিদেশে রপ্তানি হয় তা খুবই অসংগঠিত। এ দেশের কোনো রপ্তানিকারক সংগঠন সঠিকভাবে বলতে পারে না, প্রতি বছর কত টাকার আনারস বিদেশে রপ্তানি হয়। আনারস রপ্তানি প্রসঙ্গে বালাদেশ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতির প্রেসিডেন্ট এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গত অর্থবছরে এ দেশ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সবজি ও ফলমূল রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ২%-এর মতো আনারস রয়েছে।' জাহাঙ্গীর হোসেনের হিসাব অনুযায়ী, গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮ কোটি টাকার আনারস বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের আনারসের মূল বাজার ইউরোপ। সেখানকার বাঙালিরাই আমাদের মূল ক্রেতা। বর্তমানে সেখানে প্রতি কেজি আনারসের দাম রয়েছে ১.২৫ থেকে ১.৩০ পাউন্ড স্টার্লিং। সেখানে চাহিদা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু কার্গো সমস্যার জন্য আমরা সে চাহিদার অর্ধেকও পূরণ করতে পারছি না।'

'আমাদের আনারসের মূল বাজার ইউরোপ। সেখানকার বাঙালিরাই আমাদের মূল ক্রেতা। বর্তমানে সেখানে প্রতি কেজি আনারসের দাম রয়েছে ১.২৫ থেকে ১.৩০ পাউন্ড স্টার্লিং'

**এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন**

*প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতি*

বাংলাদেশ থেকে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেও আনারস রপ্তানি হয়। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বর্তমানে আমাদের টার্গেট হলো সিঙ্গাপুর ও মধ্যপ্রাচ্য। সাউথ আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্যের বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করে রেখেছে। কিন্তু মানের দিক থেকে আমাদেরটা অনেক ভালো। আমরা জাহাজে করে আনারস রপ্তানির চেষ্টা করছি। এতে খরচ কম পড়বে এবং বেশি পরিমাণ পাঠানো যাবে, ইউরোপের বাজার সম্পর্কে আকমল হোসেন ২০০০কে বলেন, 'ইউরোপের মূল বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা অর্গানিক পণ্য। অর্গানিক শস্য তৈরি করতে হলে ৩ বছর ধরে জমি তৈরি করতে হয়। তাছাড়া এর আনুষঙ্গিক ব্যয়ও প্রচুর। কিন্তু সেই অর্গানিক পণ্যের দাম পাওয়া যায় ৩০ গুণেরও বেশি।'

ছবি : **খালেদ সরকার**


## সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¢"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসি সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে ওজন মেপে মাংস দেয়া হবে।

**ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম**

**ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪**